ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২ - ১৭৬০)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। তাঁর সবচাইতে প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী রচনা 'অন্নদামঙ্গল' বা 'নূতনমঙ্গল কাব্য'। 'অন্নদামঙ্গলকাব্যের' তিনটি খন্ড। (ক) 'অন্নদামঙ্গল', (খ) 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এবং (গ) 'অন্নপূর্ণা মঙ্গল' বা 'মানসিংহ'। হাওড়ার পেঁড়ো - ভুরশুট গ্রামে জন্ম। হুগলীতে পড়াশুনা। সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন। পরে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমন্ত্রণে রাজসভার কবি। 'রসমঞ্জরী', 'গঙ্গাস্তোক', 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী', 'চন্ডী' নাটক তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা। আধুনিক বাংলা সঙ্গীতেরও তিনি পুরোধা। 'মঙ্গলগান' ও 'পদাবলীকীর্তন' নিয়ে তিনি অনেক কাজ করে গেছেন। তাঁর জন্মের ত্রিশতবর্ষে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২ - ১৮৬৯)

গুপ্তকবি নামেই বেশী পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে মধুসুদন পূর্ব যুগের প্রধান কবি। কাব্যিক ছন্দে অসামান্য দখল। পাশাপাশি স্বনামধন্য সম্পাদক। 'সংবাদ প্রভাকর' সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। তাঁর মূল কৃতিত্ব আদিরসাত্মক খেউর থেকে বাংলা কবিতাকে নতুন ভাষা প্রদান। চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন হিন্দু রক্ষণশীল। তদানীন্তন 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, চব্বিশ পরগণার কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর জন্ম এবং কলকাতায় শিক্ষা ও কর্মজীবন। তাঁর জন্মের দ্বিশতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উপেন্দ্র কিশোর রায়-চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)

শিশু সাহিত্যের মণিমুক্তো থেকে বহুমুখী মুদ্রণ শিল্প, ক্রিকেট থেকে হাস্যকৌতুক - অভিনয়, গানবাজনা থেকে চলচ্চিত্র — বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনাকে আন্তর্জাতিক মানে তুলে ধরার জন্য বাঙালী জাতি কামদারঞ্জন, সারদারঞ্জন, কুলদাররঞ্জন থেকে সুখলতা, সুকুমার, পুণ্যলতা, লীলা, কণক, নলিনী, সত্যজিৎ, সন্দীপ, ময়মন সিংহের, পরবর্তীতে কলকাতার গড়পারের, রায় পরিবারের অপরিসীম অবদানকে কখনই ভুলবে না। এই বহুমুখী প্রতিভাধর পরিবারের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনে লাভের দিকে না তাকিয়ে তিনি শুধু কাজ করে গেছেন। হাফটোন ছবি মুদ্রণ, বিভিন্ন ধরনের ব্লক তৈরী, ক্রশ লাইন স্ক্রিন সহ মুদ্রণ শিল্পের কারিগরি দিকে তিনি ছিলেন একজন আর্ন্তজাতিক পথিকৃৎ। দক্ষিণ এশিয়ায় তিনিই প্রথম মুদ্রণ প্রেস স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম সমাজ ও সামাজিক আন্দোলনের তিনি একজন নীরব কর্মবীর। শত সমস্যার মধ্যেও নিজে যেমন আনন্দময় থাকতেন অন্যদেরও আনন্দে রাখতেন। বিশেষত কচিকাঁচাদের সাথে ছিল তাঁর অতি গভীর সখ্যতা। ওদের ভুলিয়ে ও খুশী রাখতে কত যে মন ভোলানো গল্প, ছড়া, ছবি, গান, কল্পকাহিনী, অলংকরণ, পুরাণ-বৃত্তান্ত, উপকথা, জীবজন্তুর কথা, প্রকৃতি ও নভোমন্ডলের গল্প, ভ্রমণ কাহিনী সৃষ্টি ও সংগ্রহ করেছিলেন তার হিসেব নেই। তাঁর সৃষ্ট 'টুনটুনির বই', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'সেকালের কথা', আর 'আকাশের কথা' চিরকালীন ক্লাসিক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকা যুগ যুগ ধরে পাঠকের মন কাড়ে। এছাড়াওতিনি ছিলেন একজন দক্ষ বেহালা বাদক, স্বরলিপির প্রবর্তক ও উদ্যোগপতি। রবীন্দ্রনাথ সহ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে যৌথ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলার নবজাগরণের এই কৃতী পুরোধার সার্ধ শতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪ - ১৯২৪)

সারা ভারত বাংলাব তিন শার্দুলকে চেনে। সুন্দরবনের বিশ্ববিখ্যাত 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার', বিপ্লবী বাঘা যতীন আর 'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ। আদিবাড়ি হুগলী। কলকাতার ভবানীপুরের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের মেধাবী সন্তান আশুতোষ বিদ্যালয়ের শুরু থেকে প্রেসিডেন্সী মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রম থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. তে উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সব সময়েই প্রথম স্থানাধিকারী। তিনিই প্রথম দুই বিষয়ে এম. এ. (গণিত ও পদার্থবিদ্যা), আইনের স্নাতক পরীক্ষাতেও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। এছাড়া 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' সম্মান সহ বহু সম্মানে ভূষিত। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে তাঁর রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি থেকে গণিত সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রশাসক বহু গুরু দায়িত্ব তিনি তাঁর প্রখর মেধা, তেজস্বী ব্যক্তিত্ব, চওড়া ছাতি আর বৃষ-স্কন্ধের সমাহারে কৃতিত্বের সাথে সামলেছেন।

এর মধ্যে দুটি পর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য পদে দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সংস্কার করেন, বহু বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন চালু করেন। সি. ভি. রমন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ সারা ভারত থেকে সেরা শিক্ষাবিদদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। প্রয়োজনে ইংরেজ শাসকদের সাথে যুক্তি তর্কের লড়াই চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজগুলি আদায় করে নিতেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে থেকেই তিনি সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন স্যার উপাধি। জননেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়রা তাঁর যোগ্য বংশধর। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জাদুকর পি. সি. সরকার সিনিয়র (১৯১৩ - ১৯৭১)

অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইলের এক প্রসিদ্ধ জাদুকর পরিবারে প্রতুলচন্দ্রের জন্ম। প্রপ্রপিতামহ রমাকান্ত, প্রপিতামহ দ্বারকানাথ, পিতা ভগবানচন্দ্র ভাল জাদুবিদ্যা জানলেও সেই সময়কার কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, আরও পশ্চাদপদ পরিস্থিতিতে সামাজিকভাবে জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করা যেত না। 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনে অনুপ্রাণিত ভগবানচন্দ্র 'জাতীয় মেলা' প্রভৃতিতে যাদু দেখিয়েও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাননি। এই ঘটনাগুলি প্রতুলচন্দ্রকে জেদী করে তোলে। পারিবারিক আপত্তি সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করে তিনি নিজেকে খ্যাতিমান জাদুকর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশে গণপতি চক্রবর্তী, যতীন সাহাদের মত নামী জাদুকর এবং আর্ন্তজাতিক মহলে হুডিনিদের মত প্রতিভাবান জাদুকররা স্বমহিমায় বিরাজ করলেও দেশে বিদেশে 'পি সি সরকারে'র চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী ভারতীয় জাদুবিদ্যার সাথে আধুনিক প্রযুক্তির চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়ে ছিলেন এবং অসম্ভব সব চমকে দেওয়া ও আকর্ষণীয় খেলা আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র থেকে তাঁর প্রদর্শনীর নামকরণ করেছিলেন 'ইন্দ্রজাল'। জাদু প্রদর্শনের সাথে জমকালো পোশাক, আবহসঙ্গীত, মুডলাইট, প্রজেকশন প্রভৃতির সমাহার ঘটিয়ে দর্শনসুখকে এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। 'জাদুসম্রাট', 'পদ্মশ্রী', 'দ্য স্ফিংস অস্কার' (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 'দ্য রয়্যাল মেডেলিয়ান' (জার্মানী) প্রভৃতি দেশে বিদেশের নানা উপাধি পান। জাদু প্রদর্শনকালে জাপানে তাঁর মৃত্যু হয়। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন প্রবন্ধকার। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'ক্যালকাটা রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা বের হত। তাঁর পুত্র প্রদীপ চন্দ্র, পুত্রবধূ জয়শ্রী, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভাসচন্দ্র, পৌত্রী মানেকা সহ পরিবারের অনেকেই জাদুবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে সফল হয়েছেন। জেষ্ঠপুত্র মানিক একজন খ্যাতিমান লেজার ও অ্যানিমেশন শিল্পী। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

অজয় হোম (১৯১৩ - ১৯৯২)

উত্তর কলকাতার বনেদী বাড়ির কৃতী সন্তান অজয় হোম ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। একসাথে ভাল ক্রিকেটার, দুঁদে ব্রিজ প্লেয়ার, লেখক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্র সমালোচক, সম্পাদক ('ছায়াপথ', 'প্রকৃতিজ্ঞান'), বিজ্ঞানকর্মী, প্রকৃতি সংসদ নামক প্রকৃতিচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে' গ্রন্থাগারিক এবং বিখ্যাত পক্ষী বিশারদ। তাঁর রচিত 'বাংলার পাখি' ও 'চেনা অচেনা পাখি' পক্ষীচর্চ্চার দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪ - ১৯৫১)

" তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনে সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না, ।..... " অবিভক্ত বাংলার তিতাস নদী পাড়ের মালো জীবনের বারমাস্যা জলছবি সুমধুর শব্দ ঝঙ্কারে লেখা এক মহা কাব্যিক উপন্যাস অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বিশ্ব সাহিত্যের একটি অমূল্য ক্লাসিক। পরবর্তিতে ভগ্ন মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের আলো আঁধারিতে স্থানীয় অনামী শিল্পীদের নিয়ে কিংবদন্তী চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক তিতাসের কাহিনী নিয়ে তৈরী করলেন এক অপূর্ব চলচ্চিত্র ক্লাসিক। কুমিল্লার দরিদ্র মালোর সন্তান অদ্বৈত খুব কষ্ট করে পড়াশুনা করেন। তারপর সাংবাদিকতা ও সম্পাদনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে 'নবশক্তি', 'আজাদ', 'মোহম্মদী', 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। দারিদ্র ও অর্থকষ্ট ছিল তার নিত্যসঙ্গী। তার উপর দেশ ভাগের যন্ত্রণা এবং ছিন্নমূল বিশাল পরিবারের ভরণপোষণের দায়ভার তাঁকে শারীরিকভাবে নিঃশোষিত করে দেয়। তাঁর যক্ষ্মায় অকালমৃত্যু ঘটে। বেশি লেখার তিনি সময় সুযোগ পান নি, কিন্তু তারই মধ্যে শাহী মেজাজে লিখে গেছেন তিতাসের অমর কাহিনী যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

এছাড়াও রামতনু লাহিড়ি, প্যারী চাঁদ মিত্র প্রমুখের জন্মের দ্বিশতবর্ষে; রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের জন্মের সার্ধ শতবর্ষে এবং সুশীল মুখোপাধ্যায়, অজয় কর, সাধনা বসু, চিন্মোহন সেহানবিশ প্রমুখের জন্ম শতবর্ষে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

বিপ্লবী কল্পনা দত্ত (১৯১৩-১৯৯৫)

বিয়ের বেনারসিটি যিনি লাল পতাকা তৈরীর কাজে লাগান, প্রথম পুত্র জন্মাবার পর আত্মীয়র পাঠানো গয়না জমা দেন পার্টি ফান্ডে। তিনি হলেন মাষ্টারদা সূর্য সেনের হাতে গড়া 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি', চট্টগ্রাম ব্রাঞ্চের বিশ্বস্ত সৈনিক বিপ্লবী কল্পনা দত্ত। চট্টগ্রামে জন্ম, ম্যাট্রিকুলেশন করে কলকাতায় বেথুন কলেজে বিজ্ঞান শাখা ভর্তি হয়ে 'ছাত্রী সঙ্গে' যোগ দেন। ১৯৩০ এ চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে অংশ নেন। '৩১এ ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের রেকি করার সময় ধরা পড়েন। পরে জামিন ভেঙ্গে পালান। '৩৩এ পুলিশের ঘেরাটোপ ভেঙ্গে বেশ কয়েকবার পালালেও পরে ধরা পড়েন। ব্রিটিশ সরকার যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেন। পরে '৩৯ এ মুক্তি পান। '৪০এ স্নাতক হন। '৪৫এ কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণ চাঁদ যোশির সাথে বিয়ে হয়। তাঁর দুই পুত্রের একজন চাঁদ ও পুত্রবধূ মানীনী বিশিষ্ট সাংবাদিক।

বিশিষ্ট যুক্তিবাদী, কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠক ডাঃ নরেন্দ্র দাভলকারকে হত্যার তীব্র প্রতিবাদএবং ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবী জানাই।

কাস্তে কবি দীনেশ দাস (১৯১৩ - ১৯৮৫)

'বেয়নেট হ'ক যত ধারালো কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!
বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো, এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে!...'

কলকাতার আলিপুরের মামা বাড়িতে জন্ম। ১৫ বছর বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ। মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান। কবিতা ছাপা হতে থাকে বিভিন্ন পত্রিকায়। খার্সিয়াঙে চা বাগানে কাজ নিয়ে যান। গান্ধীবাদে মোহভঙ্গ, মার্কসবাদে আকর্ষণ। ১৯৩৭ এ লেখেন বিখ্যাত কবিতা 'কাস্তে'। চেতলা বয়েজ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। নামকরা কাব্যগ্রন্থ : 'ভূখমিছিল', 'কাচের মানুষ', 'রাম গেছে বনবাসে', 'কাস্তে'। সত্তর দশকে লেখেন গভীর মর্মস্পর্শী সব লাইন :

'...ছেলে দুটো মিশে গেছে গহন গভীর বনে, কে তাদের খুঁজে পাবে?
অযোধ্যাবাসীরা সব বৃথা খুঁজে মরে, ছেলেরা হারিয়ে গেছে গাছ হয়ে বনের হৃদয়ে।
সকলের মনে হয় তারাও হারিয়ে গেছে—
অরণ্যের অন্ধকারে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, আমরাও গাছ হব, গাছ হব।'

বিশিষ্ট চিত্রকর শানু লাহিড়ী, নাট্যকার ও অভিনেতা ইন্দ্রাশিষ লাহিড়ি, গায়ক প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, সনৎ সিংহ, বন্দনা সিংহ ও মৃণাল বন্দোপাধ্যায়, প্রাক্তন রাজ্যপাল বীরেন্দ্র জে. শাহ্, বাংলাদেশের প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা ও রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, শাহ্বাগ শহীদ রাজীব হায়দর; গঙ্গাপরিষ্কার আন্দোলনের কর্ণধার বীরভদ্র সিংহ, ছাত্র নেতা সুদীপ্ত গুপ্ত, ইতিহাসবিদ্ বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তথ্যজানার অধিকার আন্দোলনের পুরোধা রামকুমার ঠাকুর, বিশিষ্ট নেত্রী নিবেদিতা নাগ, চিত্রনাট্য লেখিকা রুথ প্রায়ার জাভালা, 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা সাধনা মুখোপাধ্যায়, 'বেলুর শ্রমজীবী হাসপাতালে'র ডাঃ কল্যাণ ও ডাঃ মালবিকা বিশ্বাস, তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ অতুল চিটনিস, স্কটিশ সাহিত্যিক আইয়ান ব্যাঙ্ক, ব্রিটেনের দীর্ঘতম ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার, গণিতজ্ঞা শকুন্তলা দেবী, সঙ্গীতকার পি. শ্রী নিবাস, বেহালাবাদক এল. জয়রামণ, পোলিও টীকার অন্যতম জনক কোপারস্কি, বিচারপতি জে. এস. ভার্মা, সঙ্গীতকার সামসাদ বেগম, পাঞ্জাবের নেতা সতপাল ডাং, বিজ্ঞান লেখক সমরজিৎ কর, সেবিকা ও সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা বিষ্ণুপ্রাণা, লেখক সরোজ বন্দোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার, সমাজতাত্ত্বিক শর্মিলা রেগে, সঙ্গীতকার টি. এম. সৌন্দররাজন, ঐতিহাসিক বরুণ দে, লীলা এলউইন, সর্বকালের সেরা রাইট ব্যাক জালমা স্যান্টোস, সামরিক বিশেষজ্ঞ যশজিৎ সিং, আইরিশ কবি সীমাস হিনি, সঙ্গীতকার রঘুনাথ মিশ্র প্রমুখের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। এঁদের প্রতি জানাই শ্রদ্ধা এবং এঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা।

- দিল্লী, বারাসাত, পাকুড়, মুম্বাই সহ দেশের সর্বত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষত মহিলাদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান নির্যাতন প্রতিরোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। অপরাধীদের দ্রুত দৃষ্টান্ত মূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং গণমাধ্যমে নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করতে হবে।
- মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে উল্কাগতির দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। অতি মুনাফাকারী, কালোবাজারী, অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে।
- বেকার যুবক ও যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতিগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে নির্দ্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
(১৮৬৪ - ১৯৩৮)

বিশিষ্ট মানবতাবাদী বাঙালী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অন্যতম হোতা, তুল্যমূল্য ধর্মচর্চা এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিত চর্চার পথপ্রদর্শক। জন্ম কলকাতায়, পিতা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। **বিবেকানন্দের** সহপাঠী ব্রজেন্দ্রনাথ জেনারেল অ্যাসেম্বলি (আজকের স্কটিশ) থেকে স্নাতক, তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম.এ. ও ডক্টরেট করেন। সিটি কলেজ থেকে অধ্যাপনা শুরু, তারপর নাগপুরের মরিস কলেজ ও বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ। তাঁর লেখা 'New Essays in Criticism' গ্রন্থ সাড়া ফেলে। **আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের** ভারতের রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস লেখায় সহায়তা করেন। এরপর কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পান। তিন বার ইউরোপ সফর করেন। **রবীন্দ্রনাথকে** বিশ্বভারতী গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। উল্লেখযোগ্য রচনা ঃ 'Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity', 'Quest Eternal'। তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

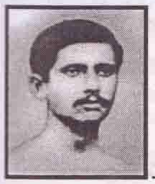

রজনী কান্ত সেন
(১৮৬৫ - ১৯১০)

ঈশ্বর করুণা, জননীকৃপা, নীতিকথা ও দেশাত্মবোধের চিন্তাচেতনার বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার রজনীকান্ত সেন। একদিকে 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে'-র অতি জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক সঙ্গীত অন্যদিকে 'মোর মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, মোর জনমদুঃখী মায়ের এর বেশী আর সাধ্য নেই'-র মত লোকের মুখে মুখে ঘোরা কবিতা ও গানের স্রষ্টা বাংলার 'কান্ত কবি' রজনীকান্ত। অবিভক্ত বাংলার পাবনার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা। মুন্সেফ পিতা ৪০০টি বৈষ্ণব ব্রজবুলি সংকলন করেন, মা ছিলেন সাহিত্য অনুরাগিণী। এরপর রাজশাহী ও কলকাতায় উচ্চশিক্ষালাভ করে রজনীকান্ত প্রথমে নাটোরে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন ও কিছুকাল মুন্সেফের চাকরি করেন। কিন্তু তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে ছিল কাব্যসৃষ্টির উদ্দীপনা। অচিরে চাকরি ছেড়ে দেশের বাড়িতে ফিরে কাব্য ও সঙ্গীত সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। তুমুল অর্থ কষ্ট ও অসুস্থতার মধ্যেও সৃষ্টির পথ থেকে ক্ষান্ত হননি কান্ত কবি। ধ্রুপদী, টপ্পা, বাউল, কীর্তন অঙ্গনে সুরচিত কান্তগান ছিল মাধুর্যে ভরা। 'বাণী', 'কল্যাণী' ও 'অমৃতা' তাঁর সবচাইতে সেরা কাব্যগ্রন্থ। **বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে** তিনি অংশ নেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে কাব্যিক বিনিময় গড়ে ওঠে। কিন্তু অর্থাভাবে ও অসুখে ভুগে অকালে মারা যান। তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কামিনী রায়
(১৮৬৪ - ১৯৩৩)

যে সময় ন্যূনতম নারী শিক্ষার কথাও ভাবা যেত না, সেই সময়ে নারীর শিক্ষা, সার্বিক উন্নয়ন ও স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করেছেন। ব্রিটিশ ভারতের এই বিশিষ্ট কবি, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী ও নারীবাদী তদানীন্তন বাখরগঞ্জ (বরিশাল) জেলার বাসন্দা গ্রামে এক উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন জজ্ এবং ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের নেতা। কলকাতার বেথুন স্কুল, বেথুন কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা। কামিনী রায় ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা অনার্স গ্র্যাজুয়েট। পরে বেথুন কলেজে শিক্ষকতা করেন। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর ভাই নিশিথ সেন ছিলেন হাইকোর্টের নামী ব্যারিস্টার ও কলকাতার মেয়র, বোন ডাঃ যামিনী সেন (রায়) নেপাল রাজপরিবারের চিকিৎসক। প্রথমে সমাজকর্মী অবলা বসুর সাথে মিলে মহিলাদের শিক্ষিত ও সার্বিক উন্নয়নের কাজে নামেন। সেই সময়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'The Fruit of the Tree of Knowledge'। ১৯২১-এ **কুমুদিনী মিত্র ও মৃণালিনী সেনের** সাথে **'বঙ্গীয় নারী সমাজ'** গঠন করেন। নারীর ভোটাধিকার নিয়ে লড়াই করে ১৯২৫এ সীমিত ক্ষেত্রে মহিলাদের ভোটাধিকার আদায় করেন। ১৯২৬-এ ভারতীয় মহিলারা প্রথম ভোট দেন। ১৯২২-২৩ **'মহিলা শ্রম কমিশন'**এর সদস্য ছিলেন। ১৯২৩-এ বরিশাল ভ্রমণে বিশিষ্ট লেখিকা **সুফিয়া কামাল**কে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও বহু কবি ও লেখিকাকে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৩০-এর **'Bengali Literary Conference'**-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩২-৩৩ **'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'**-এর ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও রবীন্দ্রকাব্য তাঁকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। শেষের দিকে হাজারিবাগে বাস করে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন। 'মহাশ্বেতা', 'পুন্ডরিক', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবনপথ', 'নির্মাল্য', 'অশোক সঙ্গীত' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। 'গুঞ্জন' শিশু সাহিত্য এবং 'বালিকা শিক্ষার আদর্শ' প্রবন্ধ সংকলন। তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লালা লাজপত রাই
(১৮৬৫ - ১৯২৮)

লাল-বাল-পাল পর্যায়ে পাঞ্জাব তথা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রাণপুরুষ। **'পাঞ্জাব-কেশরী'** বা **'শের-ই পাঞ্জাব'** নামে খ্যাত এই জনপ্রিয় নেতার জন্ম অবিভক্ত পাঞ্জাবের খুদিকে গ্রামে, বর্তমান মোগা জেলায়। বাবা ছিলেন বিদ্যালয়ের উর্দু শিক্ষক। ছাত্র অবস্থায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ, আর্য সমাজ আন্দোলন এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন ও অংশ নেন। যে কোন সামাজিক কাজ ও আন্দোলনেও তিনি ছিলেন তৎপর। লাহোর কলেজ থেকে আইন পাশ করে কিছুদিন লাহোর ও হিসারে আইন প্র্যাকটিশ করেন। আর্য সমাজের মুখপত্র **'আর্য গেজেট'** সম্পাদনা করেন এবং জাতীয়তাবাদী **DAV বিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠা করেন। পরে লাহোরে **জাতীয়তাবাদী কলেজ** প্রতিষ্ঠা করেন। যা ছিল বিপ্লবীদের আঁতুড়ঘর। এরপর **ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলন** শক্তিশালী করেন ও **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে (INC)** যোগ দেন। তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) তাঁকে সভাপতি করার চেষ্টা হয়। কিন্তু ব্রিটিশদের চাপে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে নিবৃত্ত করেন। এরপর তাঁকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে আটকে রাখা হয়। পরে জেল থেকে ফিরে আমেরিকা ও ফিলিপাইনস্ ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার শিখ বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। দেশে ফিরে **অসহযোগ আন্দোলনে** যোগ দেন। বেশ কিছু বই লেখেন। ১৯২০-২১ কলকাতা অধিবেশনে তিনি **কংগ্রেসের সভাপতি** নির্বাচিত হন। কিন্তু '২১-'২৩ অবধি ব্রিটিশ রাজ তাঁকে জেলে আটকে রাখে। '২৩-এ তিনি **পাঞ্জাব বিধানসভায়** নির্বাচিত হন। **'Servants of the Peoples Society'** গড়ে তুলে সামাজিক সেবার কর্মসূচী নেন, **'Punjab National Bank'** ও **'Laxmi Insurance Company'**-র সূত্রপাত করেন। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিয়ে পুলিশের আক্রমণে তিনি ১৯২৮-র ১৭ নভেম্বর মারা যান। এর প্রতিশোধ নিতে **হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির** তিন বিপ্লবী **ভগৎ সিং, রাজগুরু** ও **আজাদ** ব্রিটিশদের আক্রমণ করেন। তাঁর মৃত্যুদিন **শহীদ দিবস** হিসাবে পরিচিত। তাঁর জন্ম সার্ধশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শম্ভু মিত্র
(১৯১৫ - ১৯৯৭)

প্রবাদপ্রতিম নাট্য ও চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার, বাচিক শিল্পী, নাট্যব্যক্তিত্ব এবং নাট্যসংগঠক। কলকাতায় জন্ম। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা। থিয়েটারের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ১৯৩৯-এ রঙমহলে প্রথম অভিনয়। তারপর মিনার্ভা, নাট্যনিকেতন ও শ্রীরঙ্গমে। এরপর ঐ আলোড়িত সময়ে যোগ দেন **'গণনাট্য সঙ্ঘে' (আই.পি.টি.এ.)**। বিজন ভট্টাচার্য্যের সহ পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে নাট্য ইতিহাসের নবদিশারী **'নবান্ন'**-র মঞ্চাভিনয়। এরপর **'ছেঁড়াতার'** ইত্যাদি। গল্প, চিত্রনাট্য ও যৌথ পরিচালনা করলেন সাড়া জাগানো হিন্দি চলচ্চিত্র **'জাগতে রহো'**। পরে ১৯৪৮ এ **'বহুরূপী'** নাট্যদল গঠন করেন। কালিদাস, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথদের মূর্ত করলেন নাট্যমঞ্চে, অভিভূত করলেন দর্শকদের। **'রাজা আদিপাউস'**, **'পুতুল খেলা'**, **'দশচক্র'**, **'চারঅধ্যায়'**, **'বিসর্জন'**, **'ডাকঘর'**, **'রাজা'** প্রভৃতি দুর্দান্ত প্রযোজনা। **'রক্তকরবী'**র বিপুল জনপ্রিয়তা। ১৯৭৯ তে 'বহুরূপী' ছাড়ার পর করলেন মাত্র কয়েকটি অসাধারণ প্রয়োজনা– **'মুদ্রারাক্ষস'**, **'গ্যালিলেও'**। **'চাঁদ বণিকের পালা'** লিখলেও মঞ্চস্থ করেননি। ছিলেন **'নবনাট্য আন্দোলনে'**র প্রাণপুরুষ। খ্যাতনামা অভিনেত্রী **তৃপ্তি মিত্র** ছিলেন সহ অভিনেতা, সহকর্মী ও সহধর্মিনী। কন্যা শাওলিও একজন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালিকা ও অভিনেত্রী। বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। **'ধরতি কে লাল'**, **'হিন্দুস্থান হামারা'**, **'অভিযাত্রী'**, **'ধাত্রী দেবতা'**, **'আবর্ত'**, **'পথিক'**, **'বউঠাকুরাণীর হাট'**, **'মরণের পরে'**, **'নিশাচর'**...। **'শুভ বিবাহ'** চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। নাটক নিয়ে অনেক গবেষণা ও লেখালেখি করেন। তাঁর করা আবৃত্তিগুলির কিছু অংশ রেকর্ড করা রয়েছে। পেয়েছেন সঙ্গীত নাটক আকাদেমী, কালীদাস সম্মান, দেশিকোত্তম, পদ্মভূষণ, রমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারের মত সর্বোচ্চ সম্মান। তাঁর জন্মের শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কমল কুমার মজুমদার
(১৯১৪ - ১৯৭৯)

বহু প্রতিভার অধিকারী কারুশিল্পী, চিত্রশিল্পী, শিল্পসংগ্রাহক, শিক্ষক, লেখক, সম্পাদক, গাণিতিক, নাট্য ও চলচ্চিত্র পরিচালক। আদিনিবাস ২৪ পরগণার টাকিতে। মায়ের ছিল শিল্পানুরাগ। বাবার বদলির চাকরির কারণে বিষ্ণুপুরে থাকার সুবাদে বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্প ও সংস্কৃতি আত্তীকরণ। ভ্রাতা **নীরদ চন্দ্র মজুমদার** ও ভগিনী **শানু লাহিড়ি** ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। প্রথমে 'উষিষ' সাহিত্য পত্রিকা, পরে 'গণিত-ভাবনা' গাণিতিক পত্রিকা এবং 'চলচ্চিত্র' চলচ্চিত্র সংক্রান্ত উন্নতমানের পত্রিকার সম্পাদনা করেন। কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। কিন্তু তাঁর মূল আকর্ষণ ছিল পেন্টিং ও অন্যান্য কারুশিল্পে। বহুবার আহ্বান পেয়েও বিদেশে যাননি। পাশাপাশি লিখেছেন বহু গল্প ও উপন্যাস এক নতুন শক্তিধর গদ্যরীতিতে।

'গোলাপ সুন্দরী', 'পিঞ্জরে বাসিয়া সুখ', 'খেলার প্রতিভা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'মতিলাল পাত্রী', কয়েদখানা', 'অনিত্যের দায়ভাগ', 'প্রেম', 'জল' প্রভৃতি গল্প লেখেন। তাঁর লেখা গল্প **'লালজুতো', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'অন্তর্জলী যাত্রা', 'সতী', 'তাহাদের কথা'** চলচ্চিত্রায়িত হয়। শুরু করেছিলেন **'লীলাবতী'**র অনুবাদ। তিনটি ডকুফিল্ম নির্মাণ করেন। **'বাংলার টেরাকোটা', 'রামায়ণ ইন ফোক আর্ট'** এবং **'বাংলার সাধক'**। তাঁর জন্মের শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সরোজ দত্ত
(১৯১৪ - ১৯৭১)

"আমার কবিতা কভু কহিবে না আমার কাহিনী,
অসতর্ক কোন ছত্রে ধ্বনিবে না ক্রন্দন আমার,
আমার কবিতা নহে দুর্বলের দুঃখের বেসাতি,
নহে সে অপূর্ণকাম অক্ষমের মর্ম ব্যাভিচার।
কবরে প্রেতিনী হয়ে কাঁদিবে না আমার বেদনা,
দুঃসাহসী বিন্দু আমি, বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা।"

আমৃত্যু এই দুঃসাহস বুকে নিয়ে কবি থেকে সম্পাদক, বামপন্থী থেকে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, কমিউনিস্ট বিপ্লবী থেকে নেতা, পার্টি তাত্ত্বিক থেকে যুব আন্দোলনের প্রেরণা এবং সর্বশেষে রাষ্ট্র বিপ্লবে চরম আত্মোৎসর্গ, তাঁর উত্তরিত প্রেরণাদায়ক জীবনে পথ চলেছেন সরোজ দত্ত। অভিভক্ত বাংলার যশোরের নড়াইলে জন্ম, পড়াশোনা। তারপর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক। **'অগ্রণী', 'অরণি'** প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় লেখালেখি, কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাশ নিয়ে ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর। এরপর **'অমৃতবাজার পত্রিকা'**য় সাংবাদিকতা। তারপর সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। সেই সময় সিপিআইয়ের মুখপত্র **'স্বাধীনতা'**ও সাহিত্য পত্রিকা **'পরিচয়'** সম্পাদনার কাজে যুক্ত হন।

ক্ষুরধার রাজনৈতিক প্রবন্ধের পাশাপাশি লেখেন 'শকুন্তলা', 'পূর্ণিমা', 'গরবিনী নাগিনী', 'কোন বিপ্লবী কবির মর্মকথা', 'নিহত কবির উদ্দেশ্যে' প্রভৃতি আবেদনময়ী শক্তিশালী কবিতা; অনুবাদ করেন **রমা রঁল্যা**র আত্মজীবনী 'শিল্পীর নব জন্ম', **ক্রপস্কায়ার** 'লেনিনের স্মৃতি', **তলস্তয়ের** 'পুনরুজ্জীবন' ও 'সেবাস্তোপোলের কাহিনী', **তুর্গেনিভের** 'বসন্ত প্লাবন'। এছাড়া করেন **প্যাট্রিস লুলুম্বা, বের্টোল্ট ব্রেখট**, পারভেজ সাহিদি, চেন-ই, **নিকোলা ভ্যাশপারভ** প্রমুখের কবিতার অনুবাদ। তাঁর রচনা 'বৃহন্নলা, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ' প্রগতিবাদী সাহিত্য শিবিরের আত্মপ্রতারণা ও দেউলিয়াপনাকে উন্মোচিত করে। ১৯৬২তে পুণরায় কারাবরণের সময় **চারু মজুমদারের** সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৪-র পার্টি বিভাজনের সময় বিপ্লবী অংশটির সাথে সিপিআইএমে চলে যান এবং সেই সময় সরোজ দত্ত পার্টির মুখপত্র **'দেশহিতৈষী'**র সম্পাদক মণ্ডলীতে যুক্ত হয়ে **'শশাঙ্ক'** ছদ্মনামে তাঁর আগ্নেয় লেখাপত্র প্রকাশ করতে থাকেন। সি.পি.আই.এম. নেতৃত্বের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভের সুবিধাবাদী লাইন সমর্থন ও জাতীয় ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীর সাথে সমঝোতার কারণে **সুশীতল রায় চৌধুরী, অসিত সেন,** সরোজ দত্তরা পার্টির মধ্যে **'মার্কসবাদী লেনিনবাদী পাঠচক্র'** গড়ে বিতর্ক ও মেরুকরণ শুরু করেন।

নকশালবাড়ির আদিবাসী কৃষক অভ্যুত্থানের পর ১৯৬৮ তে সারা ভারতের বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত **'এ.আই.সি.সি.সি.আর.'** এবং ১৯৬৯ তে **সি.পি.আই.এম.এল.** গঠনে সরোজ দত্ত নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেন। ১৯৭০-এ **পার্টি কংগ্রেসে** অংশ নেন এবং **কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিটির** সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর বিশেষ দায়িত্ব হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির মুখপত্র **'দেশব্রতী'** সম্পাদনা। সেই সময় তাঁর নিয়মিত কলম **'পত্রিকার দুনিয়ায়'** তাঁর লেখাগুলি যুবসমাজ গোগ্রাসে গিলত এবং বেশ কিছু রচনা বামপন্থী সাংবাদিকতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। চীনের **সাংস্কৃতিক বিপ্লবের** অনুকরণে নকশাল যুবকেরা যে মূর্তি ভাঙ্গার রাজনীতি শুরু করেন সরোজ দত্ত তা সমর্থন করেন। তাঁর যুক্তি ছিল নতুন কিছু গড়তে গেলে পুরনোকে ভাঙ্গতে হয়। অচিরেই নকশালদের প্রস্তুতিহীন শহুরে গেরিলাযুদ্ধ পুলিশি তাণ্ডবে স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বয়ং সরোজ দত্তকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে কলকাতা ময়দানে হত্যা করে।

'যারা এই শতাব্দীর রক্ত আর ক্লেদ নিয়ে খেলা করে
সেই সব কালের জল্লাদ
তোমাকে পশুর মত বধ করে আহ্লাদিত?
নাকি স্বদেশের নিরাপত্তা চায় কবির হৃৎপিণ্ড?..."

সরোজ দত্তের হত্যা অথবা অন্তর্ধান তদন্তে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল, কোন সরকারই কোন তদন্ত কমিশন বসাননি। মূর্তি ভাঙার আন্দোলন নিয়ে অনেকের প্রবল বিরোধিতা ও বিতর্ক থাকলেও এই আন্দোলন, ঔপনিবেশিক ইংরেজদের সহযোগী এবং অগুন্তি কৃষক, গণ ও আদিবাসী বিদ্রোহ ও প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বঙ্গীয় নবজাগৃতির ও তথাকথিত মনীষীদের প্রকৃত মূল্যায়ণে ব্রতী করে। তাঁর শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিজন ভট্টাচার্য্য
(১৯১৫-১৯৭৮)

প্রতিভাবান অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। খুব কাছ থেকে বাংলার কৃষক জীবন দেখা এবং বামপন্থী কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়া। এরপর সক্রিয়ভাবে 'আই.পি.টি.এ.'-র কাজ শুরু করা। দেশভাগ দাঙ্গায় কলকাতা আগমন। বামপন্থী সাংস্কৃতিক

আন্দোলনের অন্যতম কান্ডারী। সাথী সাহিত্যিক **মহাশ্বেতা দেবী**কে বিবাহ ও পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য্যের জন্ম। ১৯৪৩-এর বাংলার মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা ও নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত **'নবান্ন'** (১৯৪৪) নাটক এবং খাজা আহমেদ আব্বাসের সাথে যৌথভাবে তৈরী 'ধরতি কি লাল' ফিল্মটি সাড়া ফেলে। 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'কলঙ্ক', 'মরাচাঁদ', 'গোত্রান্তর', 'দেবীগর্জন', 'গর্ভবতী জননী', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজ বসন্ত', 'চলো সাগরে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। এছাড়াও তিনি 'বহুরূপী' ও অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনাতেও অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ফিল্মগুলি ঃ 'তথাপি', 'ছিন্নমূল', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমলগান্ধার', 'কষ্টিপাথর', 'সুবর্ণরেখা', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'স্বপ্ন নিয়ে', 'কমললতা', 'পদাতিক', 'যুক্তি তক্কো গপ্পো', 'ভোলা ময়রা', 'স্বাতী', 'দূরত্ব' প্রভৃতি। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ইনগ্রিড বার্গম্যান
(১৯১৫-১৯৮২)

সুইড বাবা ও জার্মান মায়ের সন্তান ইনগ্রিড তাঁর তিনবছর বয়সে মাকে এবং ১২ বছর বয়সে বাবাকে হারান। এরই মধ্যে তাঁর ক্যামেরাম্যান বাবা তাঁর মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা অভিনেত্রী মাত্র ১৫ বছর বয়সে 'ইন্টারমেজ্জো'তে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন, যা পরে হলিউডে ইংরেজী সংস্করণ হয়। এর মধ্যে তাঁর সুইডিশ ছবি 'ওনলি ওয়ান নাইট', 'এ ওম্যানস্ ফেস্'-এ সফলতার পর তিনি হলিউডে পা রাখেন। 'ক্যাসাব্লানকা', 'অনাশতাশিয়া' 'মার্ডার অন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস' প্রভৃতি ৫০টির বেশী ফিল্মে অভিনয় করে তিনি তিনবার 'অস্কার', দুবার 'এম্মি', 'গোল্ডেন গ্লোব' প্রভৃতি সম্মান পান। **ইনগমার বার্গম্যান, রসোল্লিনি** প্রমুখ বিশ্বখ্যাত পরিচালকদের অন্য ভাষার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। প্রথমে রসোল্লিনির সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ে ভেঙ্গে গেলে নাট্যব্যক্তিত্ব লারস স্মিডকে বিয়ে করেন। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি নু ইয়র্ক ও লন্ডনের পেশাদার মঞ্চে জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেন। এর মধ্যে 'এ মানথ্ ইন দ্য কানট্রি', 'মোর স্টেটলি ম্যানসনস্' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। টেলিভিশনের পর্দায় অভিনয়েও তিনি সফল। 'দ্য টার্ন অফ দ্য স্ক্রু', 'এ ওম্যান কলড্ গোলডা' তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয়। পান বহু পুরস্কার ও সম্মান। ক্যান্সারের সাথে সাত বছরের যুদ্ধে তিনি ১৯৮২ তে মারা যান। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রানী গাইডেনলিও
(১৯১৫-১৯৯৩)

মণিপুরের তামেকলঙ জেলার রংমে নাগা জনজাতি গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি পরিবারে জন্ম। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তুতোভাই হাইপাওর নেতৃত্বাধীন আদি নাগা ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানধর্মী 'হেরাকা' আন্দোলনে যোগদান। অচিরেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের তীব্র শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক ব্রিটিশবিরোধী জনপ্রিয় সশস্ত্র গণসংগ্রামে পরিণত হয় এবং মণিপুর, নাগাল্যান্ড, উত্তর কাছাড়ের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। জেমে, লিয়াংমাই, রংমে প্রভৃতি জেলিয়ংগ্রং নাগা জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এই আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়ে নাগা স্বায়ত্বশাসনের দাবী করে। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর দমন পীড়নে এই আন্দোলন এক সময়ে গেরিলা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। হাইপাওয়ের গ্রেফতার ও ফাঁসির পর ১৬ বছর বয়সী গাইডেনলিও এই ব্রিটিশ বিরোধী গেরিলা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক সফল অ্যাকশন সংগঠিত হয়। অসম রাইফেলসের দুটি ব্যাটেলিয়ান তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে এবং ব্রিটিশ সরকার তাঁর খোঁজ দেওয়ার জন্য বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করে। অবশেষে ১৯৩২ এর শেষ দিকে এক নির্মিয়মান কাঠের কেল্লা থেকে তিনি গ্রেফতার হন। তাঁর সহযোদ্ধাদের ফাঁসি বা জেল হয় এবং তাঁর হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ড।

১৯৪৭-এ তাঁর মুক্তির পর নেহরুর কংগ্রেস সরকার তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ফিজোর নেতৃত্বাধীন নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের এবং পরবর্তী বিদ্রোহীদের বিপরীতে কংগ্রেস ও পরে বি.জে.পি. গাইডেনলিও ও তাঁর সংগঠনকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। 'রানী' বা 'ঈশ্বরের দূতী' গাইডেনলিও দাবী করেন জেলিয়াংগ্রং জনজাতি গোষ্ঠীর সার্বিক বিকাশ। তার সাথে জেলিয়াংগ্রঙের স্বাধীন প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র। ৫০-এর দশক থেকে ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে ৬০-এর দশকে প্রাধান্য বিস্তারকারী রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের বিধান ও আধিপত্য গাইডেনলিও সবসময়ে বিরোধিতা করেছেন এবং কিছুটা বিচ্ছিন্নও হয়েছেন নাগাল্যান্ডের পরিবর্তিত মূল ধারার সাথে। গড়ে তুলেছেন 'জেলিয়াংগ্রং গভর্নমেন্ট অফ রানী পার্টি' যা সরাসরি বিরোধিতা করেছে ফিজোর 'নাগা ফেডারেল গভর্নমেন্টে'র এবং ধর্মান্তকরণের। অচিরেই এই দ্বন্দ্ব রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘর্ষে পর্যবসিত হয় এবং গাইডেনলিও পুণরায় আত্মগোপন করেন। পরে ভারত সরকারের সাথে শান্তিচুক্তি করে গাইডেনলিও তাঁর সশস্ত্র সহকর্মীদের নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। আমৃত্যু জেলিয়াংগ্রং অঞ্চলের এবং সেখানকার জনজাতি গোষ্ঠীগুলির উন্নতির চেষ্টা চালান। পান পদ্মভূষণ সহ বহু পুরস্কার। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের প্রণাম।

এছাড়াও আমরা বিপ্লবী **বসন্ত বিশ্বাস**, বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক **অজয় কর**, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী **সাধনা বসু** ও **ছায়া দেবী**, বিশিষ্ট সাহিত্যিক **প্রতিভা বসু**, বিশিষ্ট কৃষক নেতা **হরে কৃষ্ণ কোঙার**, বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী **জ্যোতি বসু**, **দশরথ দেব** প্রমুখের জন্ম শতবর্ষে প্রণতি জানাই।